রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুন ২৬, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

**বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন আদেশ, ১৯৭২**

**১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৩**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ৫ আষাঢ় ১৪১৯ বঙ্গাব্দ/১৯ জুন ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৩/১৯৭২ [ ২৭শে নভেম্বর, ১৯৭২ ]

এস. আর. ও. নং ২০৫-আইন/২০১২।—যেহেতু বাংলাদেশে পর্যটনের সম্প্রসারণ, সুষ্ঠু পরিচালনা ও উন্নয়ন এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট বা সহায়ক বিষয়াদির জন্য একটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠাকল্পে বিধান করা সমীচীন;

সেহেতু, এক্ষণে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা অনুসরণে, বাংলাদেশের সামরিক সংবিধান আদেশ, ১৯৭২ এর সহিত পঠিতব্য, এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত সকল ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি সন্তুষ্ট হইয়া নিম্নরূপ আদেশ প্রণয়ন করিলেন ঃ—

১। (১) এই আদেশ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন আদেশ, ১৯৭২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

১১। (১) নির্ধারিত স্থান ও সময়ে বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এতদুদ্দেশ্যে বিধিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, চেয়ারম্যান বোর্ডের সভা আহ্বান করিবেন।

(২) বোর্ডের সভার কোরাম গঠনের জন্য চেয়ারম্যান এবং কমপক্ষে একজন পরিচালকের উপস্থিতি আবশ্যক হইবে।

(৩) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক পরিচালকের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

(৪) কোন কারণে, যদি চেয়ারম্যান বোর্ডের কোন সভায় উপস্থিত থাকিতে অপরাগ হন, তাহা হইলে চেয়ারম্যান কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন পরিচালক সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

১২। বোর্ড, কর্পোরেশনের কার্যাবলী দক্ষতার সহিত সম্পাদনের জন্য, যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ ক্ষমতা চেয়ারম্যানকে অর্পণ করিতে পারিবে।

১৩। নির্ধারিত পরামর্শমূলক কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য 'পর্যটন উপদেষ্টা কমিটি' নামে একটি উপদেষ্টা কমিটি থাকিবে যাহা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে পর্যটনের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূল্যবান পরামর্শ প্রদানে সক্ষম ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অন্যূন তিনজন এবং অনধিক সাতজন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

১৪। কর্পোরেশন এক বা একাধিক তফসিলি ব্যাংকে হিসাব খুলিতে, ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

১৫। কর্পোরেশন নির্ধারিত সরকারী সিকিউরিটিতে বা পদ্ধতিতে উহার তহবিল বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

১৬। (১) কর্পোরেশন যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং সরকার কর্তৃক জারিকৃত সাধারণ নির্দেশনা ও পদ্ধতিতে লাভ-ক্ষতির হিসাব এবং স্থিতিপত্রসহ বাৎসরিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত অন্যূন দুইজন নিরীক্ষক কর্পোরেশনের বার্ষিক হিসাব-নিরীক্ষা করিবেন যাহারা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সনের ১০ নং অধ্যাদেশ)-এ সজ্ঞায়িত অর্থে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট।

(৩) দফা (২) এর অধীন নিযুক্ত প্রত্যেক নিরীক্ষককে পরীক্ষার জন্য কর্পোরেশনের বাৎসরিক স্থিতিপত্র ও হিসাব সংশ্লিষ্ট সকল হিসাব বহি ও ভাউচারের কপি প্রদান করা হইবে এবং প্রত্যেক নিরীক্ষক, যে কোন যুক্তিসংগত সময়ে, কর্পোরেশনের ব্যাংক হিসাব ও অন্যান্য হিসাব দেখিতে পারিবেন এবং হিসাবের সহিত জড়িত কর্পোরেশনের যে কোন পরিচালক ও কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) নিরীক্ষকগণ বার্ষিক স্থিতিপত্র, হিসাব এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে সরকারের নিকট প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

(৫) সরকারের স্বার্থ সংরক্ষণে কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্যাপ্ত কিনা বা কর্পোরেশনের বিষয়াদি নিরীক্ষার জন্য উহাদের পদ্ধতি সন্তোষজনক কিনা এতদুদ্দেশ্যে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য, সরকার যে কোন সময় নিরীক্ষকদ্বয়কে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং সরকার উহার স্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে, যে কোন সময় নিরীক্ষার আওতা বা পরিধি বৃদ্ধি করিতে বা নিরীক্ষার ভিন্ন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে বা নিরীক্ষকগণকে বা অন্য যেকোন ব্যক্তিকে নিরীক্ষা করিতে নির্দেশ দিতে পারিবে।

১৭। (১) সরকার, সময়ে সময়ে, কর্পোরেশনের নিকট হইতে যেরূপ রিটার্ন, প্রতিবেদন এবং বিবরণী তলব করিবে, কর্পোরেশন সরকারের নিকট সেইরূপ রিটার্ন, প্রতিবেদন ও বিবরণী পেশ করিবে।

(২) কর্পোরেশন প্রত্যেক আর্থিক বৎসর শেষে, যত শীঘ্র সম্ভব, অনুচ্ছেদ ১৬ অনুসারে নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী এবং উক্ত আর্থিক বৎসরের বার্ষিক কর্মপ্রতিবেদন ও পরবর্তী আর্থিক বৎসরের প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনা সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(৩) দফা (২) অনুযায়ী সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত নিরীক্ষিত হিসাব ও বার্ষিক বিবরণী সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে এবং সংসদে পেশ করিতে হইবে।

১৮। কর্পোরেশন প্রত্যেক বৎসর, বিধি দ্বারা নির্ধারিত তারিখে এবং নির্ধারিত ছকে, প্রত্যেক আর্থিক বৎসরের প্রাক্কলিত আয় ও ব্যয় এবং উক্ত আর্থিক বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে উহার বিবরণী অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

১৯। কর্পোরেশন, সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা বা প্রবিধানমালা বা জারিকৃত নির্দেশনা সাপেক্ষে, উহার কার্যাবলী দক্ষতার সহিত সম্পাদনের জন্য তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ সংখ্যক কর্মকর্তা, পরামর্শক, কর্মচারী, এবং উপদেষ্টা নিয়োগ করিতে পারিবে।

২০। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন বা স্মারক বা সংঘবিধি, চুক্তি বা অন্যান্য দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আদেশ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে—

(ক) বাংলাদেশে পাকিস্তান পর্যটন উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড (অতঃপর উক্ত কোম্পানী বলিয়া উল্লিখিত) এর সকল সম্পদ কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরিত ও অর্পিত হইবে।

ব্যাখ্যা।—"সম্পদ" অভিব্যক্তি অর্থে সকল অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, প্রাধিকার, এবং জমি, ইমারত, নগদ অর্থ, ব্যাংক স্থিতি, সংরক্ষিত তহবিল ও বিনিয়োগসহ সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বা এই সম্পত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট বা উহা হইতে উদ্ভূত সকল অধিকার ও স্বার্থ এবং সকল হিসাব বহি, রেজিস্টার, রেকর্ড এবং এতৎসম্পর্কিত সকল প্রকার দলিল অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) সরকার ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান না থাকিলে, বাংলাদেশে উক্ত কোম্পানীর উপর প্রযুক্ত সকল ঋণ ও দায়-দেনা, গৃহীত বাধ্যবাধকতা, এবং উক্ত কোম্পানী কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি ও এগ্রিমেন্ট কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরিত হইবে এবং উহার উপর প্রযুক্ত বা তৎকর্তৃক গৃহীত বা সম্পাদিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে;

(গ) সরকার ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান না করিলে এই আদেশ প্রবর্তনের পূর্বে, বাংলাদেশে উক্ত কোম্পানী কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা বা অন্য আইনগত কার্যক্রম কর্পোরেশন কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুযায়ী বহাল থাকিতে বা পরিচালিত হইতে পারিবে;

(ঘ) উক্ত কোম্পানির বাংলাদেশস্থ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলীর অধীন কর্পোরেশনে স্থানান্তরিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপভাবে স্থানান্তরিত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী ইচ্ছা করিলে কর্পোরেশনের চাকরি ত্যাগ করিতে পারিবেন।

২১। সরকার, এই আদেশের বিধানাবলী কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২২। (১) বোর্ড প্রয়োজনীয় ও সমীচীন মনে করিলে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এই আদেশের বিধানাবলী বা সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) দফা (১) এর অধীন প্রণীত সকল প্রবিধি সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে এবং উহা প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ জামাল হোসাইন**
উপ-সচিব (পর্যটন)।

মোঃ আবু ইউসুফ (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,